I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 172,
Bowbazar Road, Calcutta.

কবিতা কুসুমাবলী।

বালক ও বালিকাদিগের
শিক্ষার্থে

শ্রীকুঞ্জবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
বঙ্গাব্দ ১২৭৮।

শুদ্ধি পত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯	সঞ্চিরিছে	সঞ্চরিছে
১০	১১	ভয়েতে	তবেতো
১৪	৮	মগণ	মগন
১৪	১৫	সারসী	সরসী
১৫	৩	প্রক্ষালণ	প্রক্ষালন
১৬	৯	অমর	অমিয়
১৭	১৫	থাকেননিয়ত	থাকেঅবিরত
২২	৫	পূর্ব্ব	পূরব
২২	৬	সুশোভিন	সুশোভন
২৩	১১	জেনাক	জোনাক

কবিতা কুসুমাবলি।

ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন।

কোথা ওহে ভবপতি দাও দরশন।
তোমার বিহনে নাথ ব্যথিত জীবন॥
করিয়া সকল সৃষ্টি ওহে নিরঞ্জন।
কত-রূপে করিতেছ দয়া বিতরণ॥
প্রয়োজন যাহা জীব পেতেছে সবাই।
তোমার কৃপায় কিছু অভাবত নাই॥
ফল-বান তরুগণ শির করি নত।
তব পদে প্রণিপাত করে অবিরত।
নিশিতে শশীর শোভা গগণ ম[illegible]॥
বেষ্টিত চৌদিক যাঁর নক্ষত্র স[illegible]॥

দিবসে ভাস্কর তাহে হয়ে প্রকাশিত ॥
সকল জীবের মন করে হরষিত ॥
এই যে হেরিছি ঊর্দ্ধে নীল নভঃস্থল ।
সুনীল বরণ যার অত্যন্ত উজ্জ্বল ॥
এই যে উদ্যান-স্থিত ফুল্ল ফুলচয় ।
মধুকর গুণ গুণ করিতেছে যায় ॥
এই যে সম্মুখ-স্থিত বিটপী নিকর ।
নয়ন-রঞ্জক যাহা বন শোভাকর ॥
এই যে বসন্ত প্রিয় বিহগ নিচয় ।
ললিত মধুর স্বরে মন হরে লয় ॥
এই যে অরণ্য-চর পশ্বাদি সকল ।
ব্যাপিয়া রহেছে যারা অবনী মণ্ডল ॥
এই যে সঞ্চর-মান জলদের দল ।
নিয়ত যাহারা করে নরের মঙ্গল ॥
এই যে পর্ব্বতচয় উন্নত হইয়া ।
মেঘোপরে তোলে শির গগণ ভেদিয়া

এই যে ভূধর কন্যা হয়ে প্রবাহিত ।
জগতের উপকার করিছে নিয়ত ॥
এই যে কমল যাহে শোভে জলাশয় ।
ঊষাকালে প্রমুদিত মুদিত নিশায় ॥
এই যে গভীর সিন্ধু অকূল অতল ।
বেষ্টিত করিয়া আছে অবনী মণ্ডল ॥
এই যে নির্ঝর-চয় কল কল স্বরে ।
বাহিত হইয়া চিত্ত বিনোদন করে ॥
এই যে পবন যাহা সদা বহমান ।
কভু শান্ত হয়ে থাকে কভু বেগবান ॥
সদাই জীবিত জীব যাহার প্রভাবে ।
সদাই নির্জীব জীব যাহারি অভাবে ॥
যদিও যথার্থ এরা কথা নাহি কয় ।
তথাপি দিতেছে নাথ তব পরিচয় ॥
কি আর বর্ণিব আমি পাপিষ্ঠ অধম ।
লঙ্ঘন করিছি বহু তোমার নিয়ম ॥

কিন্তু প্রণিপাত করি তোমার চরণে।
কৃপাদৃষ্টে কৃপাময় চেও মোর পানে ॥
করিয়াছি নিত্য নিত্য পাপ অগণন ॥
দয়া করি ক্ষমা কর নিত্য নিরঞ্জন ॥
হা নাথ ! মার্জ্জনা করি এই সব দোষ।
পরমার্থ জ্ঞান দিয়া করহ সন্তোষ ॥
ওহে প্রভু তব পদে মম এ মিনতি।
তোমার চরণে যেন স্থিরা থাকে মতি।

হিমালয় পর্য্যটন।

একদা সুধীর-বর পথিক দুজন।
নানামতে নানা পথে করিয়া ভ্রমণ ॥
হিমাচল গিরি পরে উঠি দুই জন।
দেখিয়া গিরির শোভা মুগ্ধ কৈল মন ॥

কতশত প্রবাহিণী হয়ে প্রবাহিত।
তরঙ্গ প্রবাহে গতি করে সুললিত ॥
নীর পরে ভাসমান বাণিজ্যের তরি।
তটেতে শোভিত হয় যতেক নগরী ॥
গিরি পরে বিরাজিত নানা তরুগণ।
সুমধুর ফল ফুলে অতি সুশোভন ॥
কোথাও নির্ঝর চয় কল কল স্বরে।
হিমগিরি শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে ॥
সঞ্চিরিছে কটি তটে মেঘ অবিরত।
হেরিয়া না হয় কার মানস মোহিত ॥
উচ্চ শৃঙ্গ দেবডাঙ্গা অতুল শোভনে।
যার সম উচ্চ গিরি নাহিক ভুবনে ॥
সুবাস কুসুম কত হয়ে বিকসিত।
গিরিজ কাননে সদা করে আমোদিত ॥
শ্বাপদ আবাস সেই নিভৃত গুহায়।
সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লূক গরজায় ॥

ভয় করি করী-অরি করী নিরন্তর।
প্রকাণ্ডশরীর ভ্রমে অরণ্য ভিতর॥
শীকার স্বীকার করি সিংহ হিংস্র হিয়া।
নির্জ্জন নির্ঝর মাঝে রহে লুকাইয়া॥
প্রাণী মাত্র আগমনে হয়ে হরষিত।
লাফ্ দিয়া চড়ে ঘাড়ে মারিতে উদ্যত॥
স্থানে স্থানে খড়্গীগণ অতি ভয়ঙ্কর।
গাত্রের ঘর্ষণে বৃক্ষ কাঁপে থর থর॥
কোথাও বরফ রাশি রজত বরণ।
হিমগিরি পরে হয় অতি সুশোভন॥
সন্ সন্ সমীরণ সদা প্রবাহিত।
মন্দ অনিলে দোলে তরুরাজি যত॥
কোথাও বিহগ কুল বসি গীত গায়।
শ্রবণ করিলে তাহা শ্রবণ জুড়ায়॥
কোন স্থলে ভয়ঙ্কর নিবিড় কানন।
দেখিলেই ভীত হয় মানবের মন॥

এইরূপ অপরূপ শোভা অতিশয়।
হেরিয়া তাদের মন বিমোহিত হয়॥

কৃপণ ও ধনপতি।

একদা কৃপণ এক নিদ্রাবেশে ছিল।
সহসা প্রবল বেগে পবন বহিল॥
কপাট জানালা তার নড়িল সঘনে।
অমনি কৃপণ উঠে সচকিত মনে॥
অন্বেষিল চতুর্দ্দিক ঘরের ভিতরে।
ভয়েতে কম্পিত কায় চিন্তিত অন্তরে॥
প্রত্যেক কপাটকোণ পরীক্ষা করিয়া।
খুলিল সিন্দুক পরে ব্যাকুল হইয়া॥
ধনেতে পূরিত কিন্তু দেখিয়া তাহায়।
মহাহ্লাদে তদুপরি কৃপণ দাঁড়ায়॥

আবার সহসা দেখ পাপের চিন্তায়।
চিন্তিত হইয়া করে দুঃখ অতিশয়॥
হিতাহিত জ্ঞান শেষে উদয় হইল।
নিজ পাপি মন তবে প্রকাশ করিল॥
যদ্যপি ধরণী তার ধনের আকর।
লুকায়ে রাখিত নিজ উদর ভিতর॥
কখন মানব যদি আনিতে নারিত।
তা হলে এ পাপি মন সন্তোষ জানিত॥
ধনের লোভেতে হায় মানব কুমার।
কত পাপে রত হয় কত শত বার॥
হায় বিধি! কত মূল্যে পাপের যাতনা।
হইতে নিষ্কৃতি পাব বলনা বলনা॥
ওহে ধর্ম্মনাশকারি, পাপ প্রলোভন।
সম্বরিতে তব লোভ পারে পাপিগণ?
ধনই ইহার হয় প্রধান কারণ।
করিবারে দূরীকৃত মহত্ত্বতা ধন॥

ধনই করেছে পাপ ধরাতে রোপণ।
ধনই দিয়াছে শিক্ষা করিতে হনন॥
ধনের শিক্ষিত হয়ে পাপিদের মন।
করয়ে নিষ্ঠুর কার্য্য বিশ্বাস ঘাতন॥
অগণ্য হয়েছে পাপ বিভব হইতে।
কে পারে বর্ণিতে তাহা কেপারে বর্ণিতে॥
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি এতেক কহিয়া।
দেখিল সম্মুখে ধনপতি দাঁড়াইয়া॥
সভেয়ে কম্পিত কায় সিন্ধুক বন্ধিল।
ক্রোধে তবে ধনপতি কহিতে লাগিল॥
"কেন রে কৃতঘ্ন তোর এত অসন্তোষ।
কার প্রতি কর তুমি বৃথা এই রোষ॥
যে দোষে আমারে দোষী করিতেছ তুমি।
ভাবি দেখ সে দোষের দোষী নহি আমি॥
আপনার! যেই দোষ করহ ধারণ।
অপর উপরে তাহা কর নিক্ষেপণ॥

বিতরি মঙ্গল আমি লোকে না বুঝিয়া।
করে পাপ; আমি তায় দোষী কি বলিয়া?
যখন ক্ষমতাবান হয় দস্যুগণ।
অত্যাচার করে আর প্রবল পীড়ন॥
যখন তাহারা করে ধন অধিকার।
তখন ইহার হয় অতি কদাচার॥
কিন্তু যদি ধনবান হয় পুণ্যবান।
দীন দরিদ্রের দুঃখ করে যে নির্ব্বাণ॥
কৃপণ দিবে কি দোষ ধনের উপরে।
জীবন বন্ধন রাখে যে ধর্ম্মের তরে॥
ভয়েতে দস্যুরা যবে করয়ে হনন।
দিতে পারে সেই দোষ খড়্গকে তখন॥
অতএব এইরূপ না করি বিচার।
পরোপরে দোষারোপ করোনাকো আর॥
শুনহে পাঠক-বর্গ হয়ে সাবধান।
যদ্যপি তোমরা কভু হও ধনবান॥

ধর্ম্ম পথে থাকি কর অর্থ ব্যবহার।
কখনই অপব্যয় করো না তাহার॥

বিলাস ও অহঙ্কার।

হে নর! কিসের কর এত অহঙ্কার।
উপদেশ ধর কর গর্ব্ব পরিহার॥
উচ্চপদ অভিমানে হইয়া প্রমত্ত।
মস্ মস্ বুট্ পায় জানাও ভদ্রত্ব॥
কামিজ পিরান পরা দেখিতে শোভন।
কেশ পাশ যে সুবাস লোচন লোভন॥
শ্রবণে আতর দিয়া বিস্তারে সৌরভ।
বেশভূষা কত আর কি কব সৌষ্ঠব॥
ভাব মনে তৃণ তুল্য এই বিশ্বপুরে।
কখন চরণ তেঁই না পড়ে ভূপরে॥

দীন হীন জন গণ করুণা বচন।
শ্রবণ করিয়া কভু খেদিত না হন।
সুজন নিকটে স্থান না পান কখন।
নিয়ত বেষ্টিত কিন্তু চাটুকার গণ ॥
যে দেহ হইবে ছাই হইলে মরণ।
সে দেহে কেন হে আজ এহেন যতন ॥
রাজা কি দরিদ্র ধনী জ্ঞানী কি অজ্ঞান।
কালের করাল করে সবাই সমান ॥
এই দেহ এই আমি আমার সংসার।
আমার কিছুই নয় আমিই অসার ॥
অতএব তাই বলি শুন নরগণ।
আমার আমার গর্ব্ব ত্যজহে এখন ॥
অভিলাষ থাকে যদি বড় হইবার।
ছোট বড় সবে কর সমব্যবহার ॥
বিনয় বচনে সদা সবারে তুষিবে।
সুযশ তোমার তবে জগত ঘুষিবে ॥

প্রভাত বর্ণন।

আহা কি অপূর্ব্ব শোভা অরুণ উদয়।
প্রাণীমাত্রে হয় অতি প্রফুল্ল হৃদয় ॥
সুমধুর ফল খেয়ে হয়ে হরষিত।
তরুশাখে বসি পাখি গায় বিভুগীত ॥
শৃগাল পেচক আদি নিশাচরগণ।
রবিকরে ভীত হয়ে করে পলায়ন ॥
গোপাল গোপাল সনে মাঠ পানে যায়।
নাচি নাচি বৎসগণ আগু পিছু ধায় ॥
উচ্চ পুচ্ছ ধেনুগণ হাম্বারব করি।
বৎসের সহিত মাঠে যায় ত্বরা করি ॥
হল কাঁধে চাষিগণ বৃষভ সহিত।
নিজ নিজ ক্ষেত পানে যাইছে ত্বরিত ॥
দূর্ব্বাদল পরে যেন মুকুতা শোভন।
নিশির শিশির চয় হয়েছে পতন ॥

জাঁতি, যুথী, মালতী মল্লিকা বেলফুল।
গোলাপ সেউতি জুতি শোভায় অতুল॥
আর যত পুষ্প সব হয়ে বিকসিত।
সুষমায় বনকায় করে আলোকিত॥
সরোবরে বিকসিত কমলের দল।
ঈষৎ মারুত ভরে করে টল মল॥
পরিমল পানু আশে আসে অলিগণ।
গুণ্‌গুণ রব করি হরষে মগণ॥
নিশানাথ অস্তাচলে করিলে গমন।
কুমুদিনী বিষাদিনী মুদিল নয়ন॥
বিরহ অনল জ্বালা সহিতে না পারি।
মনোদুঃখে ত্যাগকরে শিশিরাশ্রু বারি॥
নরগণে ফুল্লমনে উঠিয়া ত্বরিত।
দিবসের কার্য্যে মন করে নিবেশিত॥
সারসী আরসী স্বচ্ছ বিমল সলিলে।
রাজহংস সন্তরিছে অতি কুতুহলে॥

সুশীতল সমীরণ হয়ে প্রবাহিত।
কুসুম সুবাস আনি করে আমোদিত॥
প্রাতে উঠি শিশু মুখ করি প্রক্ষালণ।
নিজনিজ পাঠ পড়ে করিয়া যতন॥
ক্রমে ক্রমে তমোজাল হলো দূরীকৃত।
আলোক দেখিয়া সবে হয় আহ্লাদিত॥
অংশুমালী আগমনে তারকা নিচয়।
সুধাংশু সহিত দেখ তেজোহীন হয়॥
যামিনীতে পৃথিবীতে যে ছিল নিদ্রিত।
পাখি রবে তারা সবে হইল জাগৃত॥
গৃহ পরিচরগণ গৃহকার্য্য করে।
জলপাত্র সম্মার্জ্জনী লয়ে সবে করে॥
জাগরিত হয়ে সবে নিজ কাযে যায়।
ছাতের উপরি উঠি কেহ বা বেড়ায়॥

মাতা ও শিশু।

কত দুঃখ ভোগিছেন জননী আমার।
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে।
জঠর যন্ত্রণা কত সহেন উদরে ॥
অবোধ সন্তান আমি কি বলিব তার ॥
দেখিলে আমার দুঃখ দুঃখী হন তিনি।
একবার ক্ষুধা যদি হয় উপস্থিত।
অমনি জননী মোর কতই দুঃখিত ॥
নানাবিধ দ্রব্য লয়ে আসেন তখনি ॥
অৰ্দ্ধস্ফুট কথাগুলি অমর জড়িত।
লোচন আনন্দকর আনন হেরিয়া।
লোকের মুখেতে মোর সুখ্যাতি শুনিয়া ॥
অন্তরে অন্তরে কত হন আনন্দিত ॥

আমার সুখের তরে জননী দুঃখিত।
কোথাও পাইলে কিছু আনিয়া তখনি।
বলেন করিয়া কোলে খাও যাদুমণি ॥
এনেছি এসব দ্রব্য তোমার নিমিত্ত ॥
যদি মোরা যাই কোথা তাঁহারে না বলি।
অমনি জননী মোর দুঃখিত অন্তরে ॥
নানাস্থানে খুঁজিবারে যান ত্বরা করে ॥
দেখিয়া কহেন মোরে কোথা বাছা ছিলি ॥
আমরা বালক কালে ক্ষুধিত হইলে।
বারম্বার কাঁদিতাম আহারের তরে।
জননী শুনিয়া তাহা দুঃখিত অন্তরে ॥
আনিয়া দিতেন মোরে ভিক্ষি নানা স্থলে।
বিদ্যালয়ে একবার করিলে গমন।
সতত নয়ন তাঁর হয়ে চঞ্চলিত।
পথপানে নিরখিয়া থাকেন নিরত ॥
অমনি আসিলে মোরা হরষিত হন ॥

আমাদের সুখ হলে সুখী হন তিনি।
যদি কেহ মোর প্রতি কহে কটু কথা।
অননি জননী মোর মনে পান ব্যথা॥
অবোধ সন্তান আমি কিছুই না জানি॥

—ঃ—

পুষ্পোদ্যান।

দেখ ভাই কতফুল ফুটেছে বাগানে।
গোলাপ মল্লিকা বেল ফুটিয়া কেমন।
কত শোভা ধরিয়াছে লোচন লোভন॥
মকরন্দ লোভে অলি ধায় ফুল পানে॥
ফুলচয় তরুদের অঙ্গের ভূষণ।
নারাগণ শোভমানা পরিয়ে গহনা।
তরুগুলি সেইমত ফুলেতে শোভনা॥ (১)
তুলনা ভুল না ফুল উদ্যান শোভন॥

(১) [illegible]ভা পায়।

প্রভাকর প্রভাতুল্য প্রফুল্ল আনন।
বড় ভাল বাসি আমি কুসুম রতনে।
সাদরে এদের শোভা হেরিয়ে নয়নে॥
ভূতলে অতুল কভু না দেখি এমন॥
মৃদুল অনিলে দুলি কুসুম স্তবক।
চারিদিকে সুসৌরভ করিছে বিস্তার।
সাদালাল নীলফুলে শোভিছে তুসার॥
তাহারাই আমাদের আনন্দ বর্দ্ধক॥
হেন শোভা হায় যায় নয়ন কখন।
দেখেনি দেখিছি যাহা আমরা বাগানে।
সক্ষম না হই মোরা যাহার বর্ণনে॥
বৃথা সে ধরয়ে তার বিফল নয়ন॥

বসন্ত কাল।

শীতের হইল অন্ত, আইল ঋতু বসন্ত,
প্রকৃতি নববেশ ধরিল।

দক্ষিণের প্রভঞ্জন, কিবা মন্দ মন্দ বন,
আনন্দেতে সংসার ভরিল ॥
প্রিয়বন্ধু আগমনে, পিকবর হর্ষমনে,
বৃক্ষপত্রে ঢাকি কলেবর।
বসি তরু সহকারে, কুহু কুহু কুহুস্বরে,
করে ঈশ মহিমা প্রচার ॥
নানাজাতি তরুগণ, ধরি পুষ্প আভরণ,
কিসলয়ে মুকুল শোভিত।
মধুকর মধুকরী, গুণ গুণ গান করি,
মধুপানে হয় হরষিত ॥
গোলাপ মল্লিকা যাতি, বেলফুল নানাজাতি,
উপবনে হয়ে বিকশিত।
সৌরভেতে ভরভর, আমোদিত নিরন্তর,
হেরে মন সবারি মোহিত ॥
শিখীগণ হর্ষমন, পুচ্ছকরি বিস্তরণ,
আনন্দেতে নৃত্য আরম্ভিল।

রাজহংস হংসীসনে, শীতভয় ত্যজিমনে,
সরোবরে ক্রীড়ায় মাতিল ॥
সুকোমল শতদল, বিস্তারিয়া শতদল,
বাস ত্যজি বিকসিত হল।
অনুপম কিবাশোভা, জনগণ মনোলোভা,
ফুল্ল হোলো কুসুম সকল ॥
সরসে কুমুদগণে, নিশানাথ দরশনে,
বিকসিত হরষিতমনে।
চকোর চকোরীপাখি, পূর্ণনিশানাথে দেখি,
ফুল্লমন হয় সুধাপানে ॥
অম্বরে অম্বর নাই, রোগশূন্য সব ঠাই,
যেন ধরা পরিষ্কার করা।
দেখিলেই বোধ হয়, সব যেন সুখময়,
বিমল আনন্দময় ধরা ॥
ধরাপূর্ণ প্রীতিরসে, সবে মগ্ন সুখাবেশে,
আহামরি কি আশ্চর্য্য ভাব।

ফাল্গুন চৈত্র দুমাস, বসন্তের অধিবাস,
অতঃপর গ্রীষ্ম প্রাদুর্ভাব ॥

পৌর্ণমাসী রজনী।

একদা শরৎ কালে পূর্ণিমা তিথিতে।
দিননাথ অস্তাচলে করিলে গমন ॥
পূর্ণকলা শশধর পূর্ব্ব দিকেতে।
উদিত হইল এবে অতি সুশোভিন ॥
নক্ষত্র আবলী মাঝে ইন্দু বিরাজিত।
দেব সভা মাঝে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
সেইরূপ নিশানাথ হয়েছে শোভিত।
হীরক সমান দীপ্ত নক্ষত্র মণ্ডল ॥
তিমির হইল নাশ শশাঙ্ক কিরণে।
হীরক সমান দীপ্ত মহীর বদন ॥

চকোর উল্লাসমন হলো সুধাপানে।
কুমুদিনী প্রমুদিনী খুলিল নয়ন ॥
প্রিয়বন্ধু অস্তাচলে করি দরশন।
কমল মুদিল আঁখি হয়ে বিষাদিত ॥
গুনগুন রবকরি যত অলিগণ।
আবাসে যাইছে সবে হয়ে প্রতারিত ॥
বিমল সলিলে পড়ি শশাঙ্ক কিরণ।
চক মক বায়ু ভরে খেলিছে হিল্লোলে ॥
হীরক খচিত যেন, স্বর্ণ আভরণ।
অথবা রূপার হল করা সুকৌশলে ॥
শ্যামল দুর্ব্বার পরে জেনাক নিকরে।
আকাশের তারা যেন অতি দীপ্যমান ॥
কভু উচ্চে কভু নীচে কভু তরুপরে।
কখন বা নয়নের হয় অদর্শন ॥
ক্রমেতে রজনী ঘোর হলো উপস্থিত।
দিবাচর প্রাণী আর দেখিতে না পাই ॥

শৃগাল পেচক আদি নিশাচর যত।
ভক্ষ্য অন্বেষণ তরে যাইছে সবাই ॥
তরুপরে ঝিল্লি সুধু করে ঝিঁঝিঁধ্বনি।
মাঝে মাঝে কুহুস্বরে কোকিল কুহরে ॥
নীরব নিস্তব্ধ ভাব ধরেছে ধরণী।
সুশীত সমীর বয় অতি ধীরে ধীরে ॥

নদী।

চাষী প্রতি দয়াবতি ভূধর নন্দিনী।
নীলাভ সলিলময়ী মৃদু প্রবাহিণী ॥
গহন কাননে কিংবা বিজন প্রান্তরে।
গ্রাম উপবন আর নগরে নগরে ॥
যেদেশে তোমার স্থিতি শুন দয়াবতী।
সর্ব্বসুখে সুখময়ী তথাকার ক্ষিতি ॥

নরের জীবন সম তোমার সলিল।
ক্ষেত্রভূমি উর্ব্বরয়ে পাইয়া সলিল ॥
তীরেতে শোভিত নানাজাতি তরুগণ।
শ্রেণীবদ্ধ হই সারি অতিসুশোভন ॥
বাণিজ্যের তরী নীরে হয়ে ভাসমান।
সতত সঞ্চরে যেন পয়োধি সমান ॥
নদীতীরে বিদ্যমান যে সব নগর।
পূর্ণ হয় বাণিজ্যেতে উন্নতি আকর ॥
নদীতীরে সভ্যজাতি করে বাসস্থান।
ধনেপরিপূর্ণ হয় সেই জন স্থান ॥
বাণিজ্যে বিপুলধন হয় হে সঞ্চয়!
এজন্য নদীর প্রতি সবে তুষ্ট হয় ॥
যে স্থানে তোমার নদী হয় অবস্থান।
নানাশস্যে হয় পূর্ণ সেই জনস্থান ॥
ইহাতে চাষের কত হয় উপকার।
বর্ণন করিব তব গুণকত আর ॥

স্বজন সকল নদী করেছেন যিনি।
কতমতে আমাদের সুখ দেন তিনি॥
অতএব তাঁর কৃপা দেখ শিশুগণ।
সতত তাঁহার পদ করহ স্মরণ॥

স্তোত্র।

দীনদুঃখহর, ওহে কৃপাকর,
করকৃপা বিতরণ।
তব দয়া বিনে, ক্ষীণ দিনে দিনে,
আমি মূঢ় অভাজন॥
যে দিকেতে চাই, নয়ন জুড়াই,
হেরিয়া স্বজন তব।
আহা মরি কিবা, গত নিশি দিবা,
পূর্ব্বাপর সমভাব॥

গ্রীষ্মনিরদয়, ঋতুর উদয়,
দিবাকর নিশাকর।
আকাশেতে তারা, বিরাজিত তারা,
করে মহিমা প্রচার॥
অনল অনিল, বিমল সলিল,
ভূধর আর গগণ।
তব অনুমতি, করে বসুমতি,
শস্য বহু বিতরণ॥
তব আজ্ঞা বলে, গ্রহগণ চলে,
পালিছে নিয়ম তব।
দয়ার সাগর; সর্ব্ব গুণাকর,
ওহে নাথ ভবধব॥
পশুপক্ষিগণে, পুলকিতমনে,
রত তব গুণ গানে।
পিকবর রব, শুনিয়া কি কব,
হরষ উপজে মনে॥

তোমার মহিমা, নাহিক যে সীমা,
সর্ব্বত্র তোমার স্থিতি।
তুমি কৃপাময়, হও হে সদয়,
হেরিয়া আমার গতি ॥

প্রদোষ বর্ণন।

দিনমনি অস্তাচলে করিলে প্রয়ান।
হেরি সুখী যত পাখী গায় ঈশ গান ॥
কলরব করি উড়ি গগণ মণ্ডলে।
নিজ নিজ নীর পানে যেতেছে সকলে ॥
দিবাচর প্রাণীগণ হেরিয়া তামসী।
ত্বরা করি নিজ বাসে হইতেছে বাসী ॥
সুশীতল সমীরণ মৃদু প্রবাহিত।
গোলাপ সেঁউতি আদি সবে বিকসিত ॥

হল কাঁধে করি চাষী বৃষভ সহিত।
বাড়ীতে চলিল সবে হয়ে হরষিত ॥
গোপাল গোপাল লয়ে মাঠ হইতে এল।
শিশুগণে সুখী মনে পাঠে মন দিল ॥
একে একে তারাগণ হতেছে উদয়।
বিরাজি তামসী-নাথ মাঝখানে রয় ॥
উচ্চ পুচ্ছ ধেনুগণ হাম্বা রব করি।
আবাসে চলিল হর্ষে অতি ত্বরা করি ॥
কুমুদ হরষ মনে হইল প্রফুল্ল।
কমল বিষণ্ণ হয়ে নয়ন মুদিল ॥
মধুপান করি অলি গুণ গুণ স্বরে।
আবাসে যাইছে সবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
নিশাচর-জীব সব খাদ্য অন্বেষণে।
ধীরে ধীরে ধাইতেছে ব্যাকুলিত মনে ॥
গর্ত্ত হতে বাহিরিল শৃগাল সকল।
অরণ্যে পশিয়া সবে করে কোলাহল ॥

গন্ধবহ কুসুমের গন্ধ আনি দেয়।
ফুল গন্ধ মানবের মন মুগ্ধ হয়॥
সমস্ত প্রকৃতি শোভা দেখিয়া এখন।
কর জীব মহেশের গুণ সংকীর্ত্তন॥

উদ্যান পর্যটন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে হরষিত মনে।
ধীরে ধীরে গত হয়ে এলাম উদ্যানে॥
উদ্যানের নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।
দেখি অপরূপ শোভা মুগ্ধ হইল মন॥
নদীর তটেতে আছে ফুলের বাগান।
দেখিবারে মোর মন করিল প্রয়ান॥
এমত সময়ে রবি অস্তাচলে যান।
তাহা দেখি কমলিনী মুদিল নয়ান॥

এদিকেতে নিশানাথ ত্বরিত হইয়া।
উদয় উদয়াচলে হলেন যাইয়া॥
কুমুদিনী পতি-মুখ দেখি হরষিত।
উন্মিলেন স্বীয় আঁখি হয়ে আনন্দিত॥
মল্লিকা মালতী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে।
চারিদিক শোভা করে গোলাপ জুঁতিয়ে॥
প্রস্ফুটিত ফুলগন্ধ বায়ু লয়ে যায়।
দেখিয়া ভ্রমর কুল ত্বরা করে ধায়॥
মধুপানে মত্ত হয়ে ফেরে অবিরত।
হর্ষে গুণ গুণ শব্দে করিছে নিয়ত॥
আহা কিবা অপরূপ শোভার মিলন॥
হেরিলে দুঃখিত-জন-মন সুস্থ হয়।

সুখী মনুষ্য।

সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত হয় যাহার হৃদয়।
কুচিন্তা যাহার মনে নাহিক কখন।
ছয় রিপু দমিবারে সক্ষম যে হয় ॥
যথার্থই সুখী বটে হয় সেই জন ॥

পৃথিবীর চিন্তা হতে স্বাধীন যে জন।
উচ্চ অভিলাষ নাহি করে যেই নর।
নিয়ত ধর্ম্মেতে রত যে জনের মন ॥
সেই জন সুখী হয় অবনী ভিতর ॥

ভাগ্যেতে বা অধর্ম্মেতে যেই ধনী হয়।
হেন ধনে যেই নর দ্বেষ নাহি করে।
ধর্ম্মরত্নে যেই চির অভিলাষী হয় ॥
তার সম সুখী নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥

সর্ব্বদাই হয় যার মানস স্বাধীন।
চাটুকার নাহি যার প্রিয়পাত্রসম।
জানিয়া বিশুদ্ধ আত্মা মৃত্যু-ভয়-হীন ॥
ঈশ্বর নিকটে সেই হয় প্রিয়তম ॥

ঈশ্বরের উপাসনা প্রদোষ প্রভাতে।
করিয়া যে জন তার কাটায় সময়।
যাপে অহোরাত্র মিত্র-কথন, পাঠেতে ॥
এ ভব-ভবনে সুখী সেই জন হয় ॥

উন্নতির অভিলাষ প্রণতির ভয়।
যাহার হৃদয়ে নাহি করয়ে ধারণ।
সুখ দুঃখ ভোগ যার সমান উভয় ॥
সেই সুখী সেই সুখী সুখী সেই জন ॥

এক পণ্ডিত ও মোরগ।

একদা সুবিজ্ঞ এক পণ্ডিত সুজন।
প্রভাতে উঠিয়া বনে করেন ভ্রমণ ॥
দেখিলেন কত শত পাখী কুঞ্জবনে।
বসিয়া বৃক্ষের শাখে সুমধুর তানে ॥
করিতেছে গান সবে মানস রঞ্জন।
শুনিলেই তুষ্ট হয় মানবের মন ॥
শুনিয়া তাদের গীত বিমোহিত মনে।
প্রবেশ করেন শেষে গহন কাননে ॥
যতদূর যান তিনি শুনিতে শুনিতে।
ততই আনন্দ তাঁর উপজিল চিতে ॥
নর আগমনে কিন্তু বিহঙ্গ নিকর।
গীত ভঙ্গ দিয়া সবে পলায় সত্বর ॥
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ইহা করি দরশন।
মনে মনে চিন্তা তিনি করেন তখন ॥

"কি কারণে জীব সব করে পলায়ন।
মানবের আকার কি করি দরশন ? ॥
অথবা কি মনে মনে জেনেছে ইহারা।
সকল জীবের শত্রু মানব জাতীরা ॥"
এইরূপ চিন্তা মনে করিতে করিতে।
অস্পষ্ট অস্ফুট বাক্য পেলেন শুনিতে ॥
শুনিয়া সহসা তিনি হইয়া চিন্তিত।
রহিলেন বৃক্ষতলে হয়ে লুক্কায়িত ॥
দেখিলেন অতি উচ্চ শাখায় বসিয়া।
বন্য এক পক্ষী তার শাবক লইয়া ॥
কহিতেছে উপদেশ বানী ধীরে ধীরে।
শুনিছে শাবকগণ সুস্থির অন্তরে ॥
"যদ্যপি প্রত্যয় কভু কর শত্রুগণে।
সদ্ভাব করিতে পার সকলের সনে ॥
কিন্তু যে কৃতঘ্ন শত্রু জগতে প্রকাশ।
মনুষ্য ; তাহারে কভু না কর বিশ্বাস ॥

কৃতজ্ঞতা জ্ঞান তার নাহিক অন্তরে।
এই হেতু খ্যাত সেই ভূবন ভিতরে॥
মেষ লোম বস্ত্রে হয় অঙ্গ আচ্ছাদন।
স্বাস্থ রক্ষা হয় আর সৌষ্টব সাধন॥
কিন্তু দেখ সেই মেষে করিয়া ৰন্ধন।
নিষ্ঠুর হৃদয়ে করে তাহারে হনন॥
দেখহ মক্ষিকা সব করি পরিশ্রম।
সঞ্চয় করিয়া মধু বাঁধে মধুক্রম॥
নির্দ্দয় মানৱ তাহা করিয়া হরণ।
সবংশে মক্ষিকা কুল করে নিপাতন॥
কত কর পায় নর রাজহংস হতে।
ইহার পালক ভূক্ত লেখনী শ্রেণীতে॥
বণিক বিপনি মধ্যে কত প্রয়োজন।
অহোরাত্র খাটে ইহা ভৃত্যের মতন॥
এত উপকারি কিন্তু দেখি প্রতিফল।
ছিঁড়িয়া লইয়া পক্ষ বধয়ে সকল॥

উপকারী যদি হয় হেন ব্যবহৃত।
তবে ত আমরা হব অৱশ্য নিহত॥"
শুসিয়া এসব কথা পণ্ডিত সুজন।
ধন্যবাদ দিয়া করে আলয়ে গমন॥

গ্রীষ্ম বর্ণন।

ৰসন্ত যাইল, নিদাঘ আইল,
প্রকৃতি ধরিল, নূতন ভাব।
প্রচণ্ড তপন, উজলি গগণ,
বিতরি বি[illegible], প্রকাশে ভাব॥
পৃথিবী তাপিল, জল সুখাইল,
নীরস হইল, লতাদি যত।
চিন্তিত হৃদয়, জীব জন্তুচয়,
ছায়া অন্বেষয়, হয়ে তাপিত॥

কেবল পবন, রাখয়ে জীবন,
বহি অনুক্ষণ, দক্ষিণ মুখে।
শুষ্ক সব ঠাই, বারিলেশ নাই,
কাতর সবাই, তৃষ্ণার দুঃখে॥
ত্যজে-ঘর্ম্মনীর, সবার শরীর,
হইয়া অস্থির, প্রচণ্ড করে।
মধ্যাহ্ন সময়ে, বালি তপ্ত হয়ে,
বায়ুর সহায়ে, পথিকে মারে॥
ক্রমে দিবাকর, ধরে খর-কর,
হইয়া প্রখর, শাসে ধরায়।
বন্য-জীবচয়, হইয়া সভয়,
লইল আশ্রয়, তরু-তলায়॥
ময়ূর ময়ূরী, কেকারব করি,
ধায় ত্বরা করি, বন মাঝারে।
যুথ পতি সঙ্গে, হস্তীগণ রঙ্গে,
নদীর তরঙ্গে, মাতে বিহারে॥

গ্রীষ্ম এ প্রকারে, শাসিয়া ধরারে,
কিছু দিন পরে, চলিল দুঃখে।
প্রাবৃট আইল, পৃথ্বিরে আর্দ্রিল,
রাজ্য আরম্ভিল, অতীব সুখে॥

সমুদ্র।

গভীর জলধি ওহে রত্নের আকর।
কতরূপ ধর মায়া কে পারে বর্ণিতে॥
কভু শান্ত বেশ ধর দেখিতে সুন্দর॥
কভু দ্বন্দ বায়ু সহ তরঙ্গ সহিত॥

কখন বণিক দল বাণিজ্য কারণে।
নানাবিধ দ্রব্য লয়ে তব বক্ষঃস্থলে।
সুখে গতায়াত করে আরোহিয়া যানে॥
কভু বা দ্রব্যের সহ ডুবাও সকলে॥

কভু তরিমালা শোভে তোমার জীবনে।
বাসবের গলে যথা পারিজাত হার।
কি রোষে হে বারিনিধি এহেন ভূষণে॥
বিনা দোষে ছিন্ন করে কর পরিহার॥

জলনিধি রত্নাকর! তোমার সলিলে।
কখন মানবগণ রত্নের আশায়।
প্রবেশ করিয়া তারা উঠিতে নারিলে॥
জীবন মাঝেতে হায়! জীবন হারায়॥

কিন্তু দয়াবতী তব আশ্চর্য্য প্রভাবে।
কেহ বা লইয়া আসে অমূল্য রতন।
যাহা লাগি প্রাণ ত্যজে অনংখ্য মানবে॥
না জানি হে অম্বুপতি এ লীলা কেমন॥

কভু বা অর্ণব তব সুগভীর জল।
ললিত লহরী ভঙ্গে খেলে অবিরত।

দেখিয়া নয়ন বটে হয় সুশীতল॥
জীবন সংশয় কিন্তু কর্ণধার যত॥

ধরিয়াছ ভূমণ্ডলে তব বক্ষঃস্থলে।
মাধবের বুকে যথা কৌস্তুভ রতন।
তোমার সলিল উঠি গগণমণ্ডলে॥
ঘনরূপ ধরি বৃষ্টি করে ঘন ঘন॥

সমাপ্ত।